আলমডাঙ্গায় স্মরণকালের নৌকা প্রতীকের বিশাল নির্বাচনী জনসভা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামীলীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্টিত হয়েছে। আজ বিকেলে আলমডাঙ্গা ফুটবল মাঠে এ নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌকার প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়ার্দ্দার, জেলা জাসদের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুর রশিদ মোল্লা, প্রশান্ত অধিকারী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের আইন উপ-কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট হামিদুল ইসলাম হামিদ, কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু, হারদি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নুরু, জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আমি মনে করে ছিলাম ছোটখাটো একটা জনসভা হবে। কিন্তু এতো মানুষ আমি রাস্তা দিয়ে আসতে পারি নাই। রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মুন্সিগঞ্জ ঘুরে বন্ডবিল হয়ে এসেছি। এখন রাস্তায় মানুষ আর মানুষ। আলমডাঙ্গাবাসী আজ প্রমাণ করেছে বঙ্গবন্ধুর সৈনিকরা এখন মরে নাই। যে কোন অশুভ শক্তির মোকাবেলা করার ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর সৈনিকের রাখে।

আজকে কত লোক নমিনেশনের আগে বলেছিল নমিনেশন যে পাবে, তার ভোট করবে। ওরা হচ্ছে পাকা চিটার।

তিনি বলেন, আজকে কে কি করলো আমাদের ভাবার দরকার নেই। বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ যুবলীগ,ছাত্রলীগসহ যত সহযোগি সংগঠন আছে,সকল নেতাকর্মিদের বলবো,আজকে আলমডাঙ্গার এই মাঠে আম জনতা একত্রিত হয়েছে। কয়দিন আগে এখানে একটা সভা করে ভাব নিচ্ছিল এর উপর আর বড় সভা হয় না। মিয়ারা ভোটের পরে টের পাবা। আজকে মানুষের ভেতরে যে স্বতস্ফুর্ততা বিরাজ করছে, এটা দেখেও কি বোঝো না? আজকে আমি শুধু বলবো,বাংলাদেশে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই। শেখ হাসিনা শেখ হাসিনাই।

এই মাঠটি দখল হয়ে গিয়েছিল। সেই মাঠ ভেঙ্গেচুরে গোডাউন সরিয়ে স্টেডিয়াম নির্মাণ হচ্ছে। কে করেছে? এটা শেখ হাসিনা করেছে। শেখ হাসিনার নেয়ামত এটা। প্রত্যেকটা গ্রামীণ সড়ক, ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়ন কোনটাই কাঁচা নেই। প্রত্যেক ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিনা পয়সায় মানুষ স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে, মা বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন,আপনারা জানেন শেখ হাসিনা ৫১ রকম ভাতা দিচ্ছে।শেখ হাসিনা না থাকলে কে দেবে? কেউ দেবে না। ভাতা বন্ধ করে দেবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ৯৬ সালে শেখ হাসিনা করেছিল। বিএনপি ক্ষমতায় এসে তা বন্ধ করে দেয়। এই হলো বিএনপির আসল রুপ। ওরা আগুন ধরায়, রেল পোড়ায়,বাস পোড়ায়,গাড়ি পোড়ায়। বিএনপি হলো আগুন সন্ত্রাসী। ওইসব আগুন সন্ত্রাসীদের থেকে আপনাদের সাবধান থাকতে হবে। ওরা দেশের মঙ্গল চাই না।
সুতরাং আপনারা, মা-বোনেরা সকাল সকাল ভোট কেন্দ্র গিয়ে নৌকায় ভোট দিবেন। আমি আবারও শেখ হাসিনার সালাম পৌঁছে দিয়ে নৌকায় ভোট চেয়ে গেলাম।

নির্বাচনি জনসভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টারে সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মজিবর রহমান, কাজী খালেদুর রহমান অরুন, ঠান্টু রহমান, লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু তাহের, জেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি সাহাবুল হক, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু, হারদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও চেয়ারম্যান মোজাহিদুর

রহমান লোটাস জোয়ার্দ্দার, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মকবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম লাল্টু, ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, যুগ্নআহবায়ক তাফসির আহম্মেদ মল্লিক লাল, জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক ও চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন, সদস্য মনিরুজ্জামান হিটু, পৌর যুবলীগের আহবায়ক আশাদুল হক ডিটু, যুগ্নআহবায়ক জাহিদুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা পাপন, শাহিন রেজা, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, তমাল, বাদশা, রাকিব আহম্মেদ রকি, আব্দুল্লাহ আল সাকিব।

চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইন্সট্রাক্টর মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষাণার্থীদের কাছ থেকে পাশ করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের ফেল করানোর ভীতি দেখিয়ে জনপ্রতি ২ হাজার ৫ শ টাকা করে নিয়েছেন তিনি।

ঘটনাটি একটি স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর জানাজানি হয়। এর আগে সোমবার রাতে ওই সংবাদকর্মীর অফিসে গিয়ে সংবাদ বন্ধের জন্য ঘুষ দিতে চাইলে সংবাদকর্মী না নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করলে মঙ্গলবার তাকে হুমকি দেন মনিরুজ্জামান। সংবাদ প্রকাশের পর মনিরুজ্জামান

কূল কিনারা না পেয়ে অল্প কয়েকজন অকৃতকার্য প্রশিক্ষণার্থীকে ফুসলিয়ে ঝটিকা মানববন্ধন করেছেন। তবে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বলছেন, ইতোপূর্বেও তার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ ছিল। বিষয়টিতে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান প্রথমে টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করলেও পরে বিষয়টিই অস্বীকার করছেন।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে নিয়মিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (ঝঊওচ) এর আওতায় চুয়াডাঙ্গা টিটিসিতে অন্যান্য প্রশিক্ষণের সাথে মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স প্রশিক্ষণও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে সেইপ প্রকল্পের আওতায় এই প্রশিক্ষণের বেশ কয়েকটি ব্যাচ প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। সেইপ প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর হিসেবে চুয়াডাঙ্গা টিটিসির সামনেই ভিমরুল্লাহ গ্রামের মো. মনিরুজ্জামান ড্রাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন।

তবে অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে চুয়াডাঙ্গা টিটিসিতে তিনি নিজস্ব একটি বলয় তৈরি করেছেন। নিয়ম—কানুনের তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামতো আসা—যাওয়া করেন। তার ভাই তরিকুল ইসলাম লাবলু এই ট্রেডের সহকারী প্রশিক্ষক। দুই ভাই মিলে অনেকটাই ইচ্ছামতো নিয়মের বাইরে গিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তবে প্রশিক্ষণ প্রদানে যেমন ফাঁকি দেন, তার থেকে বেশি নির্ধারিত ড্রাইভিং পরীক্ষার সময়ে তাদের আচরণ বদলায়। প্রশিক্ষণার্থীদের ফেল করানোর নানা রকম হুমকি—ধমকি দিয়ে প্রতি ব্যাচেই তারা নেন মোটা অংকের টাকা। জনপ্রতি আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা বা তার বেশিও নেওয়ার অভিযোগ আছে।

চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায় চুয়াডাঙ্গা টিটিসিতে সকাল—বিকেল মিলে মোট চারটি ব্যাচের ৯০ জন প্রশিক্ষণার্থীর পরীক্ষা ছিলো মঙ্গলবার। চুয়াডাঙ্গা বিআরটিএ—এর মাধ্যমে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে পরিক্ষায় অংশ নেওয়া টিটিসির ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫৯জনই পরিক্ষাতে ফেল করেছেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগ, প্রশিক্ষণের বাকি সব ক্লাস ঠিকঠাক হলেও ব্যবহারিক ক্লাসে প্রশিক্ষকরা সময় দেন খুবই কম। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় থেকেই তারা প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা নিয়ে নানা

ভীতি দেখান। টাকা না দিলে কেউ পাশ করে না, যে টাকা দেবে না, তার দায়িত্ব তার নিজের। এই ধরনের নানা কথায় চাপে রাখেন প্রশিক্ষণার্থীদের।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক প্রশিক্ষণার্থী বলেন, ‘শুরু থেকেই মনির স্যার ও তরিকুল স্যার আমাদের কাছে টাকা দাবি করে আসছেন। টাকা না দিলে ফেল করব, তারা আমাদের দায়িত্ব নিবে না, এমনটাই বলা হয়ে থাকে। মনির স্যার তো কখনো কখনো বলে থাকেন, যে টাকা দিবা না, সে পাশও করবা না। প্রশিক্ষণ নিয়ে লাভ নেই। বাড়ি যাও।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক প্রশিক্ষণার্থী বলেন, ‘আমার বাড়ি জীবননগর উপজেলায়। আমার আব্বু একজন প্রতিবন্ধী। খুব কষ্টে আমাদের সংসার চলে। যাতায়াত ভাতা দেওয়ায় আমি সেইপ প্রকল্পের এই প্রশিক্ষণে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু দূর থেকে আসা যাওয়ার নানা সমস্যা থাকায় আমি যাতায়াত ভাতার কথা ভেবে চুয়াডাঙ্গায় ম্যাসে উঠেছি। তবে ড্রাইভিং প্রশিক্ষক মনির স্যারের আচরণে আমি খুব টেনশনে ছিলাম। প্রথম থেকেই তিনি পাশ করার জন্য টাকা দাবি করেছিলেন। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে আমি স্যারকে অনুরোধ করেছিলাম, আমার টাকাটা যেন না নেওয়া হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার কোর্স করতে হবে না। তুমি পাশ করবা না। তোমার দায়িত্ব আমার না। শেষ পর্যন্ত আমি অনেক কষ্টে আড়াই হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয়েছি।’

এদিকে, টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান ও তার ভাই একই ট্রেডের সহকারী প্রশিক্ষক তরিকুল ইসলাম লাবলুর বিরুদ্ধে এর আগের প্রতিটি ব্যাচের প্রশিক্ষাণার্থীদের থেকেও মোটা টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যারা দেয়নি, তাদের পাশ করানো হয়নি বলেও জানিয়েছেন পূর্বের ব্যাচের একাধিক প্রশিক্ষণার্থী। এ বিষয়ে স্থানীয় একটি পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করার পর প্রশিক্ষণার্থীদের টাকা ফেরত দিয়েছেন টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান।

অপরদিকে স্থানীয় একটি পত্রিকা অফিসে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেন টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান। ওই পত্রিকা অফিসের সিসিটিভি ফুটেজে মনিরুজ্জামানের দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থেকে ঘুষ দেওয়ার ভিডিও দেখা যাচ্ছে। তবে ওই সংবাদকর্মী দীর্ঘক্ষণ তাকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করলেও তিনি ওই অফিসেই

দামুড়হুদায় স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিমের পথসভা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিমের নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর হাই স্কুল মাঠে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিমের ঈগল মার্কার জুড়ানপুর ইউনিয়ন নির্বাচনী কমিটির প্রধান উপদেষ্টা সাদ্দাম হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের ঈগল প্রতিকের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাতীয় দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং বাংলাদেশ সংসদপত্র পরিষদের মহাসচিব নূর হাকিম। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ এ জনসভায় অংশ নিয়ে গণ জমায়েতের সৃষ্টি করে।

জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ড. জাহাঙ্গীর আলম এসময় তিনি বলেন আপনারা আর কত অবহেলিত থাকবেন? ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জনগণের।

আগামী ৭ জানুয়ারি আপনারা আপনাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করুন, ন্যায় ইনসাফ, শান্তি, শিক্ষা ও আধুনিক জেলা গঠনে ঈগল মার্কায় ভোট দিন। আমাদের প্রার্থী একজন সং নির্ভীক ও ধর্ম পরায়ন ব্যক্তি, সুতরাং আগামী ৭ জানুয়ারি ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থী নূর হাকিম কে জয়যুক্ত করুন।

প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিম বলেন, আজকের জনসমাবেশ দেখে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমি ও আমার পরিবার মুগ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরেরও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের দৃশ্যমান কোনো উন্নয়ন হয়নি। এই জনপদের অবহেলিত মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের রাষ্ট্রীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভোট করার নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে এলাকার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতারা জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদে আসতে পারেন ও জনগণের সেবা করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্মার্ট রাষ্ট্র তৈরি করার এ প্রত্যয় আজ ও আগামীর প্রজন্মের জন্য এই প্রত্যয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলাকে স্মার্ট ও আধুনিক জেলায় রূপান্তর করতে হলে প্রয়োজন বিশ্বমানের একটি হাসপাতাল। এলাকার কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কৃষির আধুনিকীকরণ ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করন। পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন সময় উপযোগী শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা। যা আমি আমার নির্বাচনের ইশতেহারে রেখেছি। আমি আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত ও আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাদের সমর্থন ও ভোটে জয়যুক্ত হয়ে এই এলাকার অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকবো এবং সেবার মহিমায় সকলকে নিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী জেলায় রূপান্তর করবো। এই কারণে শেষ বারের মতো আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাচ্ছি এবং আমার প্রতীক ঈগল মার্কায় ভোট প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

এসব বিভিন্ন ইউনিয়ন ওয়ার্ড ও গ্রাম থেকে আসা আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্র লীগের নেতাকর্মী ও ঈগল প্রতীকের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন জাতীয় পার্টির দুই প্রার্থী

চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষনা দিয়েছেন জাতীয় পার্টির দুই প্রার্থী। গতকাল বুধবার দুপুরে জেলা আইনজীবী সমিতি কাযালয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেন তারা।

এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী অ্যাড. সোহরাব হোসেন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থী অ্যাড. রবিউল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনের নির্বাচন বর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দলীয় সিদ্ধান্তহীনতাকে দায়ী করে প্রার্থীরা বলেন, দলের চেয়ারমান ও মহাসচিব নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এবং প্রার্থীদের সাথে বৈরীতা অসহযোগীতা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার কারণে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তারা আরও বলেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের কাছ থেকে তারা ইচ্ছামত সুবিধা জাতীয় পাার্টির প্রার্থীদেরকে ভোটারদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন ও নিন্দিত করছে। একইসাথে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার ও কেন্দ্র নেতাদের অসহযোগিতার কারণে বাধ্য হয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালাম।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জাপা প্রার্থী অ্যাড. সোহরাব হোসেন বলেন, জাতীয় পার্টির ভোটারদের কোন বিধি নিষেধ নেই। তারা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। জাপার প্রার্থীদের ভোট বর্জনের ঘটনা নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে না।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উদ্যোগে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উদ্যোগ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমূহে ও ভবনে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা (সিসি ক্যামেরা) স্থাপন পূর্বক বারোটার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার বলেন, ‘চুয়াডাঙ্গাবাসী আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, চুয়াডাঙ্গা জেলা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার জন্য জেলা পুলিশের উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা স্থাপন প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে এবং যুক্ত হয়েছে রেল ও বাস স্টেশন,রেল লাইন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা হাইওয়ে রোড। শহরের চুরি ডাকাতি নিয়ন্ত্রণসহ জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় সিসি ক্যামেরাগুলো ২৪/৭ প্রহরী হিসেবে কাজ করবে। জেলা শহরের সরকারি স্থাপনাসমূহ ও কেপিআই

দর্শনায় ৩ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যাবসায়ী দোস মোহাম্মদকে (৪৫)গ্রেফতার করেছে। তিনি পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছোট বোনদিয়া গ্রামের মৃত সাবদার মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ সুজন আলী সঙ্গীয় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অফিসার ও ফোর্সসহ মাদকবিরোধী অভিযান চালায়

আপেল উদ্দীন এর আবাদী জমির সামনে সড়াবাড়ীয়া হতে ছোটবলদিয়া গামী পাকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ সন্দেহ ভাজন একজনকে গ্রেফতার করে।পরে তার সাথে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ভারতীয় ৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।যার আনুমানিক বাজার মৃল্য ৯০ হাজার টাকা।গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গায় গনসংযোগ ও উঠান বৈঠকে রাজ্জাক খান

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি গণসংযোগ পথসভা মতবিনিময় সভা উঠান বৈঠক অব্যহত রয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে আলমডাঙ্গার খাদিমপুরে ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড

২নং ওয়ার্ড গণসংযোগ ও পথসভা উঠান বৈঠক মতবিনিময় সভা করেন।

এ সময় উঠান বৈঠক গণজোয়ার সৃষ্টি হয় ফ্রিজ প্রতীকের প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান বলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের জনগনের ভাগ্যোর পরিবর্তন ও জেলাকে বেকারত্ব মুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত অশিক্ষার অন্ধকারমুক্ত জেলা গড়তে ফ্রিজ প্রতীকে ভোট দিন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশে তাই আপনারা সবাই ভোটকেন্দ্রে যাবেন এবং ভোট দিবেন নির্ভয়ে।

পরে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ শেষে বিকেলে আলমডাঙ্গা নির্বাচনী অফিসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু, এ সময় তিনি বলেন চুয়াডাঙ্গার একমাত্র যোগ্য প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সততা, নিষ্ঠা, ধর্মভিরু বিনয়ী স্বভাবের মানুষ তাকে ভোট দিলে চুয়াডাঙ্গাবাসী কেউ আর অবহেলিত থাকবে না, তাই ৭ তারিখে ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ত্বারান্নিত করুন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি দেশপ্রেমিক ভোটারদের উদ্দেশ্য বলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সুখে দুঃখে সাথী হয়ে আমি আপনাদের সাথে আগামী দিনের রাজনৈতি করতে চাই যে রাজনীতি হবে দুঃখী ও মেহনতি মানুষের জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও শিক্ষার সমতা ভিত্তিক ন্যায্যতা আদায়ের অধিকার। আমি চেষ্টা করবো অধিকারহীন এই জনপদের মানুষের কল্যাণ কর ভূমিকা রাখার জন্য আল্লাহর রহমতে ও আপনাদের দোয়া আর্শিবাদে আমার এই সং ইচ্ছা পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। পরে মুন্সীগঞ্জ, রংপুর,হারদী ,চিংলারুইথনপুরসহ চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ ও পথসভা উঠান বৈঠক মতবিনিময় সভা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাফিজুর রহমান মাফি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ, আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা পরিষদ সদস্য মজনুর রহমান জান্টু, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, নুরুল ইসলাম, শামিম

আহমেদ, টিটু আহমেদ, শাকিল আহমেদ, কামরুজ্জামান, অন্তর, আরিফ, দেলোয়ার, হাসিবুল, সহিদুল ও সাইদুরসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ঈগল মার্কার পথসভা

আমার উপর বিশ্বাস আর আস্থা রাখেন চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গায় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে দেবো। আমাকে এমপি হিসেবে নির্বাচিত করুন, আমি আপনাদের বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখব। আপনাদের সাথে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করে, সেই বিশ্বাসের প্রমান দেব। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ঈগল মার্কার প্রার্থী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিভিন্ন অঞ্চলে গণসংযোগ, পথসভা ও নির্বাচনী অফিসে নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

আজ মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের বলেশ্বরপুর, বুড়োপাড়া, বাগুন্দি, আইলহাস, শিশিরদাড়ি, পাইকপাড়া, ঘোলদাড়ী ও হোসেনপুর গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভা করেন।

গণসংযোগকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা আরো বলেন, আমি আপনাদের এলাকার সন্তান। তাই আপনাদের মাঝে এসেছি। ভবিষ্যতে আপনাদের সাথেই থাকব। এটাই আমার অঙ্গিকার। এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন করতে চাই। তার জন্য আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করছি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নবান্ধব সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎসহ সব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। ডিজিটালের পাশাপাশি উন্নত দেশ গড়তে হলে আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশে যেতে হবে। একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ গড়তে হলে

জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বিকল্প নেই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এড. আব্দুল মালেক, সাবেক যুব ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক এড. শফিকুল ইসলাম শফি, শরিফ চৌধুরী, কমল কুমার বিশ্বাস, বজলুল রহমান প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় ফ্রিজ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজ্জাক খানের নির্বাচনী জনসভা

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপির ফ্রিজ প্রতীকের নির্বাচনী সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন ষ্টেডিয়ামে মাঠে মুক্তিযুদ্ধের সাবেক জেলা কমান্ডার আবু হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ফ্রিজ মার্কা প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দৈনিক গড়ব বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি।

এ সময় জনসভায় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ গণজমায়েতে সৃষ্টি করে।

জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু,চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজের পত্নী দিলরুবা তনু স্বাগত বক্তব্য বলেন আপনারা আর কত অবহেলিত থাকবেন, ঘুড়ে দাড়ানোর সময় এসেছে চুয়াডাঙ্গার জনগণের। আগামী ৭ জানুয়ারি আপনারা আপনাদের ভাগ্যোর পরিবর্তন করুন, ন্যায় ইনসাফ শান্তি শিক্ষা ও আধুনিক



জেলা গঠনে ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিন।

বিশেষ অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু বলেন, আমরা কোন প্রতিপক্ষ কে ভয় পায়
না আমার নির্বাচনের সময় আমাকে দুইবার গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা
করা হয়েছিলো। তারপরেও আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় বেঁচে আছি, আপনাদের সমর্থন নিয়ে পাঁচ বছর পৌর বাসীর সেবা করেছি।

তিনি আরো বলেন আমাদের প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ একজন সং নির্ভীক ও ধর্ম পরায়ন ব্যাক্তি, সুতরাং আগামী ৭ জানুয়ারি ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থী আলহাজ্ব রাজ্জাক খানকে জয়যুক্ত করুন, এ সময়, হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ বলেন আজকের জনসমাবেশে দেখে আনন্দিত ও উচ্ছাছিত আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমি ও আমার পরিবার মুগ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরেরও চুয়াডাঙ্গার দৃশ্যমান কোন উন্নয়ন হয়নি। এই জনপদের অবহেলিত মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের রাষ্ট্রিয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভোট করার নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে এলাকার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদে আসতে পারেন ও জনগণের সেবা করতে পারেন। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্মার্ট রাষ্ট্র তৈরি করার এ প্রত্যয় আজ ও আগামীর প্রজন্মের জন্য এই প্রত্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলাকে স্মার্ট ও আধুনিক জেলায় রূপান্তর করতে হলে প্রয়োজন বিশ্বমানের একটি হাসপাতাল। এলাকার কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কৃষির আধুনিকীকরণ ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করন। পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন সময় উপযোগী শিল্প অঞ্চল গড়ে তুলা। যা আমি আমার নির্বাচনের ইশতেহারে রেখেছি। আমি আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত ও

আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাদের সমর্থন ও ভোটে জয়যুক্ত হয়ে এই এলাকার অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকবো এবং সেবার মহিমায় সকলকে নিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী জেলায় রূপান্তর করবো এই কারনে শেষ বারের মতো আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাচ্ছি এবং আমার প্রতীক ফ্রিজ মার্কায় ভোট প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।



এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্জাক খানের পত্নী দিলরুবা তনু ও পুত্র আল-আকসা তানজিম খান, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবলীগের সদস্য শরিফ হোসেন দুদু, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ, জাকির হোসেন জ্যাকি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের চুয়াডাঙ্গা সদর শাখার সভাপতি জুয়েল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি, মুফতি আব্দুল্লাহ, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান জান্টু, টিটু আহমেদ আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম, মস্তফা খান, রবজেল আলী, ফয়ছাল, বাদশা, টুটুল, উজ্জল বিশ্বাস, মিলন, ফারুখ, সোহেল, সাজ্জাত, শুকুর আলী, জিহাদ, শেখ গোলাম মস্তফা শওকত, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান, প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]